চাণক্য-শতক।

—:*:—

"ভাগবত-কুসুমাঞ্জলি", "স্তুতি-কুসুমাঞ্জলি", জ্ঞান-কুসুমাঞ্জলি,
"কল্যাণ-কলিকা", "গার্হস্থ্য-গীতা" প্রভৃতি
বিবিধ ধর্ম্ম ও নীতিগ্রন্থ-প্রণেতা

রায় বাহাদুর পণ্ডিত গোবিন্দলাল বন্দ্যোপাধ্যায় কবিরত্ন
কর্ত্তৃক সঙ্কলিত ও প্রাঞ্জল পদ্যানুবাদ-সমন্বিত।

—:*:—

(চতুর্থ সংস্করণ)

কলিকাতা
১১ নম্বর পটুয়াটোলা লেন, "কমলকুঞ্জ" হইতে
শ্রীজিতেন্দ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায়
কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

১৩৪০

মূল্য দশ পয়সা।

চাণক্য-শতক।

(১)

বিদ্বত্ত্বঞ্চ নৃপত্বঞ্চ নৈব তুল্যং কদাচন।
স্বদেশে পূজ্যতে রাজা বিদ্বান্ সর্ব্বত্র পূজ্যতে॥

রাজত্ব বিদ্যার তুল্য নহে কদাচন,
রাজাসুখ তুচ্ছ তার বিদ্বান্ যে জন;
স্বদেশে রাজার মান সম্ভ্রম বিস্তর,
বিদ্বানের সর্ব্বত্রই সম্মান আদর॥ ১॥

(২)

পণ্ডিতে চ গুণাঃ সর্ব্বে মূর্খে দোষা হি কেবলম্।
তস্মান্মূর্খসহস্রেভ্যঃ প্রাজ্ঞ একো বিশিষ্যতে॥

পণ্ডিত সুজন সর্ব্বগুণের আশ্রয়,
মূর্খের অশেষ দোষ জানিবে নিশ্চয়;
সহস্র মূর্খের মাঝে বিজ্ঞ এক জন,
সম্মান-বিশিষ্ট শ্রেষ্ঠ হয় সে কারণ॥ ২॥

(৩)

মাতৃবৎ পরদারেষু পরদ্রব্যেষু লোষ্টবৎ।
আত্মবৎ সর্ব্বভূতেষু যঃ পশ্যতি স পণ্ডিতঃ॥

পরনারী প্রতি যার হয় মাতৃজ্ঞান,
পরদ্রব্য যার চক্ষে লোষ্টের সমান;
সর্ব্বভূতে আত্মবুদ্ধি যার প্রতিষ্ঠিত,
এ জগতে সেই জন যথার্থ পণ্ডিত॥ ৩॥

(৪)

কিং কুলেন বিশালেন বিদ্যাহীনস্য দেহিনঃ।
অকুলীনোঽপি শাস্ত্রজ্ঞো দৈবতৈরপি পূজ্যতে॥

কি ফল উত্তম কুলে জনম হইলে?
মানবে পূজেনা কেহ বিদ্যা না থাকিলে;
নীচ কুলে জ'ন্মে যেবা শাস্ত্রজ্ঞানী হয়,
দেবতাগণের' পূজ্য হয় সে নিশ্চয়॥ ৪॥

(৫)

রূপ-যৌবন-সম্পন্না বিশাল-কুল-সম্ভবাঃ।
বিদ্যাহীনা ন শোভন্তে নির্গন্ধা ইব কিংশুকাঃ॥

হউক সুন্দর যুবা রূপে অনুপম,
উত্তম কুলেতে তার হউক জনম,
শোভা নাহি পায় তবু বিদ্যাহীন নর,
নির্গন্ধ কিংশুক বল কে করে আদর?॥ ৫॥

(৬)

শর্ব্বরী-ভূষণং চন্দ্রো নারীণাং ভূষণং পতিঃ।
পৃথিবী-ভূষণং রাজা বিদ্যা সর্ব্বস্য ভূষণম্ ॥

রজনীর বিভূষণ চন্দ্র সুশোভন,
রমণীগণের পতি পরম ভূষণ ;
নরপতি পৃথিবীর ভূষণের সার,
সকল লোকের বিদ্যা শ্রেষ্ঠ অলঙ্কার ॥ ৬ ॥

(৭)

মাতা শত্রুঃ পিতা বৈরী যেন পুত্রো ন পাঠিতঃ।
ন শোভতে সভামধ্যে হংসমধ্যে বকো যথা ॥

পিতামাতা যদি পুত্রে বিদ্যা না শিখান,
তা' হ'লে তাঁহারা হন শত্রুর সমান :
না হয় সে উপযুক্ত বসিতে সভায়,
হংস মধ্যে বক যথা শোভা নাহি পায় ॥ ৭ ॥

(৮)

কোঽর্থঃ পুত্রেণ জাতেন যো ন বিদ্বান্ ন ভক্তিমান্।
কাণেন চক্ষুষা কিংবা চক্ষুঃ পীড়ৈব কেবলম্ ॥

কি ফল লভিয়া বল তাদৃশ তনয়,
বিদ্যাবান্ ভক্তিমান্ যেবা নাহি হয় ;
চক্ষু কাণা হ'লে তা'তে কিবা প্রয়োজন,
সে চক্ষু ত হয় শুধু কষ্টের কারণ ॥ ৮ ॥

(৯)

বরমেকো গুণী পুত্রো ন চ মূর্খশতান্যপি।
একশ্চন্দ্রস্তমো হন্তি নাসংখ্যস্তারকাগণঃ ॥

একমাত্র গুণবান্ পুত্র যদি রয়,
বরঞ্চ সে ভাল শত মূর্খ কিছু নয়;
এক চন্দ্র জগতের নাশে অন্ধকার,
সাধিতে যা' সাধ্য নাই কোটী তারকার ॥ ৯ ॥

(১০)

লালয়েৎ পঞ্চবর্ষাণি দশবর্ষাণি তাড়য়েৎ।
প্রাপ্তে তু ষোড়শে বর্ষে পুত্রে মিত্রবদাচরেৎ ॥

পঞ্চম বরষাবধি যতনে পালিবে,
তার পর দশ বর্ষ তাড়না করিবে;
ষোড়শে করি পুত্র যবে পদার্পণ,
মিত্রসম তার সনে ক'র আচরণ ॥ ১০ ॥

(১১)

লালনে বহবো দোষাস্তাড়নে বহবো গুণাঃ।
তস্মাৎ পুত্রঞ্চ শিষ্যঞ্চ তাড়য়েন্নতু লালয়েৎ ॥

জানিবে অশেষ দোষ যতনে পালনে,
বিনয়াদি নানাগুণ জনমে তাড়নে;
সেই হেতু পুত্রে শিষ্যে শাসনে রাখিবে,
কখনও তাহাদের আদর না দিবে ॥ ১১ ॥

(১২)

একেনাপি সুবৃক্ষেণ পুষ্পিতেন সুগন্ধিনা।
বাস্যতে তদ্ বনং সর্ব্বং সুপুত্রেণ কুলং যথা ॥

একটী সুবৃক্ষ যথা হইলে পুষ্পিত,
সৌরভে সকল বন হয় আমোদিত ;
তেমতি সুপুত্র যদি জন্মে একজন,
বংশের গৌরব হয় তাহার কারণ ॥ ১২ ॥

(১৩)

একেনাপি কুবৃক্ষেণ কোটরস্থেন বহ্নিনা।
দহ্যতে তদ্ বনং সর্ব্বং কুপুত্রেণ কুলং যথা ॥

থাকিলে অনল কোন কুবৃক্ষ-কোটরে,
সমস্ত অরণ্য তাহা ভস্মসাৎ করে ;
বংশে কার' জন্মে যদি পুত্র কুলাঙ্গার,
তাহার কারণে বংশ হয় ছারখার ॥ ১৩ ॥

(১৪)

দূরতঃ শোভতে মূর্খো লম্বশাটপটাবৃতঃ।
তাবচ্চ শোভতে মূর্খো যাবৎ কিঞ্চিন্ন ভাষতে ॥

দূর হ'তে শোভে মূর্খ সুন্দর সজ্জিত,
সুচারু বসন-বেশ-ভূষায় ভূষিত ;
ততক্ষণ মূর্খ শোভা পায় সভাস্থলে,
যতক্ষণ সে না তথা কোন কথা বলে ॥ ১৪ ॥

(১৫)

বিষাদপ্যমৃতং গ্রাহ্যমমেধ্যাদপি কাঞ্চনম্।
নীচাদপ্যুত্তমা বিদ্যা স্ত্রীরত্নং দুষ্কুলাদপি॥

গরল হ'তেও সুধা করিবে গ্রহণ,
মল-মূত্র হইতেও লইবে কাঞ্চন;
নিকৃষ্ট জনের' কাছে সুবিদ্যা শিখিবে,
নীচকুলে নারীরত্ন পাইলে লইবে॥ ১৫॥

(১৬)

উৎসবে ব্যসনে চৈব দুর্ভিক্ষে শত্রুবিগ্রহে।
রাজদ্বারে শ্মশানে চ যস্তিষ্ঠতি স বান্ধবঃ॥

সম্পদে বিপদে আর দুর্ভিক্ষ-সময়,
বিরোধ-সংগ্রামে সদা কাছে যেবা রয়;
শ্মশানে রাজার দ্বারে সঙ্গে যেবা থাকে,
যথার্থ বান্ধব ব'লে জানিবে তাহাকে॥ ১৬॥

(১৭)

পরোক্ষে কার্য্যহন্তারং প্রত্যক্ষে প্রিয়বাদিনম্।
বর্জ্জয়েত্তাদৃশং মিত্রং বিষকুম্ভং পয়োমুখম্॥

সম্মুখে তোমারে তোষে সুমধুর ভাষে,
পরন্তু পশ্চাতে তব সর্ব্বকার্য্য নাশে;
তাদৃশ কপট বন্ধু করিবে বর্জ্জন,
মুখে সুধা বিষকুম্ভ সদৃশ ভীষণ॥ ১৭॥

(১৮)

ন বিশ্বসেদবিশ্বস্তং মিত্রঞ্চ নাতিবিশ্বসেৎ।
কদাচিৎ কুপিতং মিত্রং সর্ব্বদোষং প্রকাশয়েৎ॥

বিশ্বাসঘাতকে কভু ক'রনা বিশ্বাস,
মিত্র কাছে সব কথা ক'রনা প্রকাশ;
কি জানি যদ্যপি মিত্র হয় প্রকুপিত,
তোমার সকল দোষ হ'বে প্রকাশিত॥ ১৮॥

(১৯)

জানীয়াৎ প্রেষণে ভৃত্যান্ বান্ধবান্ ব্যসনাগমে।
মিত্রঞ্চাপদি কালে চ ভার্য্যাঞ্চ বিভবক্ষয়ে॥

ভৃত্যেরে চিনিয়া লবে নিয়োগ-পালনে,
সঙ্কটে পরীক্ষা ক'র ভ্রাতৃবন্ধুগণে;
আপদে বিপদে পাবে মিত্র-পরিচয়,
দারিদ্র্যে বুঝিবে ভাল ভার্য্যার প্রণয়॥ ১৯॥

(২০)

উপকারগৃহীতেন শত্রুণা শত্রুমুদ্ধরেৎ।
পাদলগ্নং করস্থেন কণ্টকেনেব কণ্টকম্॥

শত্রু বশীভূত ক'র ক'রে উপকার,
অন্য শত্রু জয় ক'র সাহায্যে তাহার;
চরণে কণ্টক বিদ্ধ হইলে যেমন,
হাতে ল'য়ে অন্য কাঁটা কর উৎপাটন॥ ২০॥

(২১)

বিদ্যা মিত্রং প্রবাসেষু মাতা মিত্রং গৃহেষু চ।
ব্যাধিতস্যৌষধং মিত্রং ধর্ম্মো মিত্রং মৃতস্য চ॥

প্রবাসে পরম বন্ধু বিদ্যা আপনার,
গৃহে মাতৃসম মিত্র কেহ নাহি আর;
ঔষধ পরম মিত্র পীড়িত জনের,
ধর্ম্ম এক মাত্র মিত্র মৃত মনুষ্যের॥ ২১॥

(২২)

ন কশ্চিৎ কস্যচিন্মিত্রং ন কশ্চিৎ কস্যচিদ্রিপুঃ।
ব্যবহারেণ জায়ন্তে মিত্রাণি রিপবস্তথা॥

কেহ কার' নহে মিত্র শত্রু কেহ কার',
শত্রু মিত্র চেনা যায় দেখে ব্যবহার:
সেই মিত্র যেবা করে প্রিয় আচরণ,
শত্রু সেই যেবা করে অনিষ্ট সাধন॥ ২২॥

(২৩)

দুর্জ্জনঃ প্রিয়বাদী চেন্নৈতদ্বিশ্বাসকারণম্।
মধু তিষ্ঠতি জিহ্বাগ্রে হৃদয়ে তু হলাহলম্॥

মিষ্টভাষী হয় যদি কপট দুর্জ্জন,
তবু তারে করিও না বিশ্বাস কখন':
যদিও সে মধুমাখা মিষ্ট কথা বলে,
হৃদয় তাহার কিন্তু পূর্ণ হলাহলে॥ ২৩॥

(২৪)

সর্পঃ ক্রূরঃ খলঃ ক্রূরঃ সর্পাৎ ক্রূরতরঃ খলঃ।
মন্ত্রৌষধিবশঃ সর্পঃ খলঃ কেন নিবার্য্যতে॥

উভয়েই ক্রূর সর্প আর খল জন,
খল কিন্তু জেন' সর্প হ'তেও ভীষণ ;
বিষধর হয় বশ মন্ত্রৌষধি-বলে,
নিবারে দুর্জ্জনে হেন কে আছে ভূতলে ?॥ ২৪॥

(২৫)

ত্যজ দুর্জ্জন-সংসর্গং ভজ সাধু-সমাগমম্।
কুরু পুণ্যমহোরাত্রং স্মর নিত্যমনিত্যতাম্॥

দুর্জ্জন-সংসর্গ দূরে পরিহার কর,
সাধু-সঙ্গে বাস কর নিত্য নিরন্তর ;
দিবানিশি কর পুণ্যকর্ম্ম আচরণ,
সংসার অনিত্য ইহা স্মর সর্ব্বক্ষণ॥ ২৫॥

(২৬)

দুর্জ্জনঃ পরিহর্ত্তব্যো বিদ্যয়ালঙ্কৃতোঽপি সন্।
মণিনা ভূষিতঃ সর্পঃ কিমসৌ ন ভয়ঙ্করঃ॥

বিদ্যা-বিভূষণ যদি থাকে দুর্জ্জনের,
তথাপি সে বর্জ্জনীয় জেন' সকলের ;
থাকুক মাণিক্য-মণি মস্তকে ভূষণ,
কাল-ভুজঙ্গম কার কাছে না ভীষণ ?॥ ২৬॥

(২৭)

হস্তী হস্তসহস্রেণ শতহস্তেন বাজিনঃ।
শৃঙ্গিণো দশহস্তেন স্থানত্যাগেন দুর্জ্জনঃ॥

হস্তীর হাজার হাত দূরেতে থাকিবে,
শত হস্ত দূর হ'তে তুরঙ্গে ত্যজিবে;
শৃঙ্গী হ'তে দশ হাত থেক' ব্যবধান,
দুর্জ্জন যেখানে থাকে ত্যজ' সেই স্থান॥ ২৭॥

(২৮)

পরদারান্ পরদ্রব্যং পরিবাদং পরস্য চ।
পরিহাসং গুরোঃ স্থানে চাপল্যং পরিবর্জ্জয়েৎ॥

পরদারে পরদ্রব্যে বাসনা ত্যজিবে,
পরনিন্দা-পরিবাদ কভু না করিবে:
পরিহাস প্রগলভতা পূজ্য-সন্নিধানে,
পরিহার করি সদা থেক' সাবধানে॥ ২৮॥

(২৯)

প্রবিচার্য্যোত্তরং দেয়ং সহসা ন বদেৎ ক্বচিৎ।
শত্রোরপি গুণা গ্রাহ্যা দোষাস্ত্যাজ্যা গুরোরপি॥

ভাল ক'রে ভেবে বুঝে উত্তর করিবে,
না বুঝে সহসা কোন কথা না কহিবে;
শত্রুর' সদ্‌গুণ সব করিবে গ্রহণ,
গুরুর' সমস্ত দোষ করিবে বর্জ্জন॥ ২৯॥

(৩০)

ত্যজেদেকং কুলস্যার্থে গ্রামস্যার্থে কুলং ত্যজেৎ।
গ্রামং জনপদস্যার্থে আত্মার্থে পৃথিবীং ত্যজেৎ ॥

কুলরক্ষা-তরে ত্যাগ ক'র একজন,
কুল ত্যাগ ক'র গ্রাম-রক্ষার কারণ ;
দেশরক্ষা-তরে গ্রাম বর্জ্জন করিবে,
আত্মরক্ষা করিবারে পৃথিবী ত্যজিবে ॥ ৩০ ॥

(৩১)

চলত্যেকেন পাদেন তিষ্ঠত্যেকেন বুদ্ধিমান্।
ন সমীক্ষ্য পরং স্থানং পূর্ব্বমায়তনং ত্যজেৎ ॥

এক পা বাড়ায়ে এক পায়ে ভর রেখে,
বুদ্ধিমান্ চলে পথ আগু পাছু দেখে ;
ভবিষ্যৎ ভালরূপে না করি চিন্তন,
বর্ত্তমান অবস্থান ত্যজ' না কখন ॥ ৩১ ॥

(৩২)

বারিবিন্দু-নিপাতেন ক্রমশঃ পূর্য্যতে ঘটঃ।
স হেতুঃ সর্ব্ববিদ্যানাং ধর্ম্মস্য চ ধনস্য চ ॥

এক এক বিন্দু বারি পড়িয়া তলায়,
ক্রমে পূর্ণ করে ঘট কানায় কানায় ;
তথা বাল্য হ'তে নিত্য করিবে অর্জ্জন,
অল্পে অল্পে ক্রমে সর্ব্ববিদ্যা ধর্ম্ম ধন ॥ ৩২ ॥

(৩৩)

অহোবত বিচিত্রাণি চরিত্রাণি মহাত্মনাম্।
লক্ষ্মীং তৃণায় মন্যন্তে তদ্ভারেণ নমন্তি চ ॥

বিচিত্র চরিত্র আহা ! মহান্ জনের,
তৃণতুল্য তুচ্ছ ধন-ঐশ্বর্য্য তাঁদের ;
বিপুল বিভব তাঁরা প্রাপ্ত হন যত,
ততই তাহার ভারে হ'ন অবনত ॥ ৩৩ ॥

(৩৪)

নির্গুণেষ্বপি সত্ত্বেষু দয়াং কুর্ব্বন্তি সাধবঃ।
ন হি সংহরতে জ্যোৎস্নাং চন্দ্রশ্চণ্ডালবেশ্মনি ॥

নির্গুণ হ'লেও দয়া করে সাধুগণ,
সর্ব্বজীবে হন তাঁরা সম-দরশন ;
তার সাক্ষী দেখ শশী কিরণ বিতরে,
সমভাবে আচণ্ডাল সকলের ঘরে ॥ ৩৪ ॥

(৩৫)

ধনানি জীবিতঞ্চৈব পরার্থে প্রাজ্ঞ উৎসৃজেৎ।
সন্নিমিত্তে বরং ত্যাগো বিনাশে নিয়তে সতি ॥

ধন-প্রাণ পরহিত করিতে সাধন,
উৎসর্গ করিবে ব্যগ্র হ'য়ে প্রাজ্ঞ জন ;
কালে উভয়ের নাশ অবশ্য হইবে,
সুকার্য্যে করিলে ব্যয় সার্থক জানিবে ॥ ৩৫ ॥

(৩৬)

যদি নিত্যমনিত্যেন নির্ম্মলং মলবাহিনা।
যশঃ কায়েন লভ্যেত তন্ন লব্ধং ভবেন্নু কিম্ ॥

অনিত্য সমল দেহ করি বিনিময়,
যদি নিত্য নিরমল যশোলাভ হয় ;
তাহা হ'লে বল লাভ কিবা না হইল ?
তুচ্ছ ধনে মহামূল্য রতন মিলিল ॥ ৩৬ ॥

(৩৭)

শরীরস্য গুণানাঞ্চ দূরমত্যন্তমন্তরং।
শরীরং ক্ষণবিধ্বংসি কল্পান্তস্থায়িনো গুণাঃ ॥

গুণ আর শরীরের অনেক অন্তর,
তুলনায় ইহাদের প্রভেদ বিস্তর ;
ক্ষণিক শরীর ক্ষণে ধ্বংস প্রাপ্ত হয়,
প্রলয়েও গুণরাশি নাহি হয় লয় ॥ ৩৭ ॥

(৩৮)

লুব্ধমর্থেন গৃহ্ণীয়াৎ ক্রুদ্ধমঞ্জলিকর্ম্মণা।
মূর্খং ছন্দানুবৃত্তেন যাথাতথ্যেন পণ্ডিতম্ ॥

অর্থদানে লোভীজনে স্ববশে আনিবে,
কৃতাঞ্জলিপুটে ক্রুদ্ধ জনেরে তুষিবে ;
মূর্খেরে করিবে বশ অভিপ্রায় জেনে,
জ্ঞানীজনে তুষ্ট ক'র যথার্থ বচনে ॥ ৩৮

(৩৯)

অর্থনাশং মনস্তাপং গৃহে দুশ্চরিতানি চ।
বঞ্চনং চাপমানঞ্চ মতিমান্ ন প্রকাশয়েৎ ॥

অর্থনাশ মনস্তাপ গৃহে দুশ্চরিত,
প্রবঞ্চনা কিংবা অপমান পরকৃত ;
বুদ্ধিমান্ এ সকল গোপনে রাখিবে,
প্রাণান্তেও কার' কাছে নাহি প্রকাশিবে।

(৪০)

ধন-ধান্য-প্রয়োগেষু তথা বিদ্যাগমেষু চ।
আহারে ব্যবহারে চ ত্যক্তলজ্জঃ সদা ভবেৎ ॥

ধন-ধান্য-ঋণ দান করিবে যখন,
দিবে বা লইবে ক্রয়-বিক্রয়ের ধন ;
অর্জ্জন করিতে বিদ্যা অথবা আহারে,
কভু না করিবে লজ্জা লৌকিক আচারে ॥ ৪০ ॥

(৪১)

ধনিকঃ শ্রোত্রিয়ো রাজা নদী বৈদ্যশ্চ পঞ্চমঃ।
পঞ্চ যত্র ন বিদ্যন্তে তত্র বাসং ন কারয়েৎ ॥

ধনী মহাজন রাজা শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণ,
স্রোতস্বিনী নদী আর বৈদ্য বিচক্ষণ ;
এই পঞ্চ যথা নাই তথা বাসস্থান,
কেহ না করায় যেন কখন' নির্ম্মাণ ॥ ৪১ ॥

(৪২)

যস্মিন্ দেশে ন সম্মানো ন বৃত্তির্ন চ বান্ধবঃ।
ন চ বিদ্যাগমঃ কশ্চিৎ তং দেশং পরিবর্জ্জয়েৎ॥

যে দেশে কেহ না করে আদর সম্মান,
অথবা না হয় যথা জীবিকা-সংস্থান;
না মিলে বান্ধব বিদ্যা না হয় অর্জ্জন,
সেইরূপ দেশে বাস করিবে বর্জ্জন॥ ৪॥

(৪৩)

মনসা চিন্তিতং কর্ম্ম বচসা ন প্রকাশয়েৎ।
অন্যলক্ষিত-কার্য্যস্য যতঃ সিদ্ধি র্ন জায়তে॥

যে কার্য্য করিতে মনে সংকল্প করিবে,
কার' কাছে কভু তা' না বাক্যে প্রকাশিবে;
যেহেতু কল্পিত কর্ম্ম অপরে জানিলে,
সাধনে ব্যাঘাত ঘটে সিদ্ধি নাহি মিলে॥ ৪৩॥

(৪৪)

ঋণশেষোঽগ্নিশেষশ্চ ব্যাধিশেষস্তথৈব চ।
পুনশ্চ বর্দ্ধতে যস্মাৎ তস্মাৎ শেষং হি কারয়েৎ॥

রেখ'না ঋণের শেষ ক্রমশঃ বাড়িবে,
অনলের শেষ পুনঃ জ্বলিয়া উঠিবে;
যতনে রোগের শেষ ক'র প্রতিকার,
নতুবা নিশ্চয় বৃদ্ধি পাইবে আবার॥ ৪৪॥

(৪৫)

অস্তি পুত্রো বশে যস্য ভৃত্যো ভার্য্যা তথৈব চ।
অভাবে সতি সন্তোষঃ স্বর্গস্থোঽসৌ মহীতলে॥

পুত্র যার বশীভূত ভৃত্য অনুগত,
ভার্য্যা যার সুখশান্তি-প্রসাধনে রত;
অভাবেও সদা যার সন্তুষ্ট হৃদয়,
ভবে স্বর্গসুখ ভুঞ্জে সে জন নিশ্চয়॥ ৪৫॥

(৪৬)

দুষ্টা ভার্য্যা শঠং মিত্রং ভৃত্যশ্চোত্তরদায়কঃ।
সসর্পে চ গৃহে বাসো মৃত্যুরেব ন সংশয়ঃ॥

ভার্য্যা নহে অনুগতা শঠ সহচর,
ভৃত্য যার মুখে মুখে করে প্রত্যুত্তর;
বিষধর সর্প যার বাসগৃহে রয়,
নিশ্চয় তাহার মৃত্যু নাহিক সংশয়॥ ৪৬॥

(৪৭)

মাতা যস্য গৃহে নাস্তি ভার্য্যা চাপ্রিয়বাদিনী।
অরণ্যং তেন গন্তব্যং যথারণ্যং তথা গৃহম্॥

স্নেহময়ী জননী না আছে গৃহে যার,
অপ্রিয়বাদিনী সদাগৃহিণী যাহার:
গৃহ আর বন তার দুই-ই সমান,
উচিত তাহার পক্ষে অরণ্যে প্রস্থান॥ ৪৭॥

(৪৮)

কোকিলানাং স্বরো রূপং পাতিব্রত্যঞ্চ যোষিতাম্।
বিদ্যা রূপং কুরূপাণাং ক্ষমা রূপং তপস্বিনাম্॥

সুমধুর কণ্ঠস্বর কোকিলের রূপ,
পাতিব্রত্য রমণীর রূপ অপরূপ;
কুরূপ সুরূপ হয় হইলে বিদ্বান্,
ক্ষমাগুণে তপোধন হয় রূপবান্॥ ৪৮॥

(৪৯)

অবিদ্যং জীবনং শূন্যং দিক্ শূন্যা চেদবান্ধবা।
পুত্রহীনং গৃহং শূন্যং সর্ব্বশূন্যা দরিদ্রতা॥

জীবন বিফল যদি বিদ্যা নাহি রয়,
বন্ধু বিনা দশ দিক্ শূন্য মনে হয়;
গৃহ শূন্য মনে হয় পুত্র না থাকিলে,
সারা বিশ্ব শূন্য হয় দরিদ্র হইলে॥ ৪৯॥

(৫০)

দৃষ্টিপূতং ন্যসেৎ পাদং বস্ত্রপূতং জলং পিবেৎ।
শাস্ত্রপূতং বদেদ্ বাক্যং মনঃপূতং সমাচরেৎ॥

অতি সাবধানে পথ দেখে পা ফেলিবে,
নিরমল বস্ত্রে জল ছাঁকিয়া খাইবে;
শাস্ত্রমত সুসঙ্গত বলিবে বচন,
মনঃপূত করি কার্য্য করিবে সাধন॥ ৫০॥

(৫১)

গুরুরগ্নির্দ্বিজাতীনাং বর্ণানাং ব্রাহ্মণো গুরুঃ।
পতিরেকো গুরুঃ স্ত্রীণাং সর্ব্বত্রাভ্যাগতো গুরুঃ ॥

বিপ্র বৈশ্য ক্ষত্রিয়ের গুরু হুতাশন,
সকল বর্ণের গুরু জানিবে ব্রাহ্মণ ;
পতিই পরম গুরু অঙ্গনাগণের,
সর্ব্বত্র অতিথি গুরু জেন' সকলের ॥ ৫১ ॥

(৫২)

অতিদর্পে হতা লঙ্কা অতিমানে চ কৌরবাঃ।
অতিদানে বলির্বদ্ধঃ সর্ব্বমত্যন্তগর্হিতম্ ॥

অতিদর্পে হত হ'ল লঙ্কার রাবণ,
অতিমানে কুরুকুল হইল নিধন ;
অতিদানে বলিরাজা বন্ধনে পতিত,
সর্ব্বকার্য্যে বাড়াবাড়ি অতীব গর্হিত ॥ ৫২

(৫৩)

তে পুত্রা যে পিতুর্ভক্তাঃ স পিতা যস্তু পোষকঃ।
তন্মিত্রং যত্র বিশ্বাসঃ সা ভার্য্যা যত্র নির্বৃতিঃ ॥

সেই ত তনয় পিতৃপদে ভক্তি যার,
তিনি পিতা যিনি লন তনয়ের ভার ;
বন্ধু সেই যাতে হয় বিশ্বাস-স্থাপন,
সেই ভার্য্যা যাতে পরিতৃপ্ত প্রাণ-মন ॥ ৫৩ ॥

(৫৪)

নির্গুণস্য হতং রূপং দুঃশীলস্য হতং কুলম্।
অসিদ্ধস্য হতা বিদ্যা চাভোগেন হতং ধনম্॥

বৃথা রূপ যদি নাহি হয় গুণবান্,
স্বভাব হইলে মন্দ বৃথা কুলমান;
বিদ্যা বুদ্ধি বৃথা কার্য্য-সিদ্ধি না হইলে,
বিপুল বিভব বৃথা ভোগ না করিলে॥ ৫৪॥

(৫৫)

স জীবতি গুণা যস্য ধর্ম্মো যস্য স জীবতি।
গুণধর্ম্মবিহীনস্য জীবনং নিষ্প্রয়োজনম্॥

গুণবান্ যেবা হয় ধর্ম্ম-পরায়ণ,
তাহারি জানিবে ভবে সার্থক জীবন;
কোন গুণ নাহি যার নাহিক ধরম,
বিফল জীবন তার বিফল জনম॥ ৫৫॥

(৫৬)

দুর্লভং সুনৃতং বাক্যং দুর্লভঃ ক্ষেমকৃৎ সুতঃ।
দুর্লভা সদৃশী ভার্য্যা দুর্লভঃ স্বজনঃ প্রিয়ঃ॥

দুর্লভ মধুর প্রিয় সত্য সুবচন,
দুর্লভ তনয় শুভকর্ম্ম-পরায়ণ;
বড়ই দুর্লভ ভার্য্যা নিজ-মনোমত,
দুর্লভ স্বজন প্রিয় সদা অনুগত॥ ৫৬॥

(৫৭)

শৈলে শৈলে ন মাণিক্যং মৌক্তিকং ন গজে গজে।
সাধবো নহি সর্ব্বত্র চন্দনং ন বনে বনে॥

মিলে না মাণিক্য কভু সকল ভূধরে,
কিংবা মুক্তা সব করি-কুম্ভের ভিতরে ;
না হয় সকল স্থানে সাধু-দরশন,
সকল কাননে কভু না মিলে চন্দন॥ ৫৭॥

(৫৮)

যুগান্তে প্রচলেন্মেরুঃ কল্পান্তে সপ্তসাগরাঃ।
সাধবঃ প্রতিপন্নার্থাঃ ন চলন্তি কদাচন॥

সুমেরুও যুগশেষে বিচলিত হয়,
সপ্তসিন্ধু উচ্ছলিত প্রলয়-সময় :
পরন্তু প্রকৃত সাধু-মহাজনগণ,
সত্যপথ-চ্যুত নাহি হন কদাচন॥ ৫৮॥

(৫৯)

শান্তিতুল্যং তপো নাস্তি ন সন্তোষাৎ পরং সুখম্।
ন তৃষ্ণায়াঃ পরো ব্যাধি র্ন চ ধর্ম্মো দয়াসমঃ॥

শান্তিতুল্য নাহি কোন তপস্যা-সাধন,
সন্তোষ-সদৃশ নাহি সুখের কারণ ;
বিষয়-বাসনা সম ব্যাধি নাহি আর,
মানবের দয়া সর্ব্ব-ধরমের সার॥ ৫৯॥

(৬০)

কুলীনৈঃ সহ সম্পর্কং পণ্ডিতৈঃ সহ মিত্রতাম্।
জ্ঞাতিভিশ্চ সমং মেলং কুর্ব্বাণো ন বিনশ্যতি॥

কুলীনের সনে যার সম্বন্ধ-বন্ধন,
পণ্ডিতের সনে যার বন্ধুত্ব-স্থাপন;
জ্ঞাতি-বন্ধু সনে মিলে সদ্ভাবে যে রয়,
তাদৃশ জনের নাশ কভু নাহি হয়॥ ৬০॥

(৬১)

কষ্টা বৃত্তিঃ পরাধীনা কষ্টো বাসো নিরাশ্রয়ঃ।
নির্ধনো ব্যবসায়শ্চ সর্ব্বকষ্টা দরিদ্রতা॥

পরের অধীন বৃত্তি অতি কষ্টকর,
আশ্রয় বিহীন বাসে কষ্ট নিরন্তর;
ব্যবসায়ে বড় কষ্ট ধন না থাকিলে,
সকল বিষয়ে কষ্ট দরিদ্র হইলে॥ ৬১॥

(৬২)

অন্নদাতা ভয়ত্রাতা কন্যাদাতা তথৈব চ।
জনিতা চোপনেতা চ পঞ্চৈতে পিতরঃ স্মৃতাঃ॥

জন্মদাতা, উপনেতা, বিপদতারণ,
কন্যাদাতা, অন্নদানে পালেন যে জন;
এই পঞ্চজন পিতা ধর্ম্মশাস্ত্র-মতে,
সকল লোকের পূজ্য সমস্ত জগতে॥ ৬২॥

(৬৩)

আদৌ মাতা গুরোঃ পত্নী ব্রাহ্মণী রাজপত্নিকা।
ধেনুর্ধাত্রী তথা পৃথ্বী সপ্তৈতা মাতরঃ স্মৃতাঃ ॥

সর্ব্বাগ্রে জীবনদাত্রী নিজের জননী,
গুরুপত্নী, রাজরাণী, ব্রাহ্মণী, ধরণী ;
ধাত্রী, ধেনু যার দুগ্ধে জীবন রক্ষিত,
এই সপ্ত মাতা সর্ব্বশাস্ত্রে সুবিদিত ॥ ৬৩ ॥

(৬৪)

দুর্ব্বলস্য বলং রাজা বালানাং রোদনং বলম্।
বলং মূর্খস্য মৌনিত্বং চৌরাণামনৃতং বলম্ ॥

রাজাই তাহার বল যেজন দুর্ব্বল,
রোদন করাই শুধু শিশুদের বল ;
মূর্খ মানবের বল মৌন-আচরণ,
চোরের কেবল বল অনৃত বচন ॥ ৬৪ ॥

(৬৫)

যো ধ্রুবাণি পরিত্যজ্য অধ্রুবাণি নিষেবতে।
ধ্রুবাণি তস্য নশ্যন্তি অধ্রুবং নষ্টমেব হি ॥

যে জন নিশ্চিত বস্তু না করি গ্রহণ,
ধরিবারে অনিশ্চিত ধায় অনুক্ষণ ;
অনিশ্চিত নাহি পায় নিশ্চিতও যায়,
একূল ওকূল সেই দু'কূল হারায় ॥ ৬৫ ॥

(৬৬)

নমন্তি ফলিনো বৃক্ষাঃ নমন্তি গুণিনো জনাঃ।
শুষ্ককাষ্ঠঞ্চ মূর্খশ্চ ভিদ্যতে নতু নম্যতে॥

ফলবান্ তরুরাজি ফলভরে নত,
গুণিগণ নিজগুণে বিনত সতত ;
শুষ্ক কাষ্ঠ আর মূর্খ গুণহীন জন,
ভাঙ্গে তবু নত নাহি হয় কদাচন ॥ ৬৬ ॥

(৬৭)

নাস্তি বিদ্যাসমং চক্ষুর্নাস্তি সত্যসমং তপঃ।
নাস্তি রাগসমং দুঃখং নাস্তি ত্যাগসমং সুখম্ ॥

বিদ্যার সদৃশ আর না আছে নয়ন,
সত্য-সম নাহি অন্য তপস্যা-সাধন ;
বিষয়ে আসক্তি-তুল্য দুঃখ আর নাই,
বৈরাগ্যের মত সুখ দেখিতে না পাই ॥ ৬৭ ॥

(৬৮)

সিংহাদেকং বকাদেকং ষট্ শুনস্ত্রীণি গর্দ্দভাৎ।
বায়সাৎ পঞ্চ শিক্ষেত চত্বারি কুক্কুটাদপি ॥

সিংহ হ'তে এক আর এক বক হ'তে,
নীতি শিক্ষা ক'র ছয় কুক্কুর হইতে ;
গর্দ্দভের কাছে তিন, পাঁচ বায়সের,
আর চার নীতি শিখ' কাছে কুক্কুটের ॥ ৬৮ ॥

(৬৯)

প্রভূতমল্পং কার্য্যং বা যো নরঃ কর্ত্তুমিচ্ছতি।
সর্ব্বারম্ভেণ তৎ কুর্য্যাৎ সিংহাদেকং প্রকীর্ত্তিতম্॥

ছোট হোক বড় হোক যে কর্ম্ম করিবে,
প্রাণপণ করি তাহা যতনে সাধিবে;
সিংহের নিকট এই এক উপদেশ,
শিখিবার আছে শিখ' বুঝিয়া বিশেষ॥ ৬৯॥

(৭০)

সর্ব্বেন্দ্রিয়াণি সংযম্য বকবৎ পণ্ডিতো জনঃ।
দেশকালোপপন্নানি সর্ব্বকার্য্যাণি সাধয়েৎ॥

যতনে ইন্দ্রিয় সব সংযত করিয়া,
বক যথা থাকে স্থির একাগ্র হইয়া;
অবসর বুঝে ক'রে স্বকার্য্য সাধন,
তেমতি সাধিবে সর্ব্বকার্য্য বিজ্ঞজন॥ ৭০॥

(৭১)

বহ্বাশী স্বল্পসন্তুষ্টঃ সুনিদ্রঃ শীঘ্রচেতনঃ।
প্রভুভক্তশ্চ শূরশ্চ জ্ঞাতব্যাঃ ষট্ শুনো গুণাঃ॥

বহুভোজী অল্পেতেই সন্তুষ্ট-হৃদয়,
সহজে ঘুমায় শীঘ্র নিদ্রাভঙ্গ হয়;
প্রভুভক্ত কার্য্য করে শক্তি-সাহসের,
এই ছয় গুণ শিখ' কাছে কুক্কুরের॥ ৭১॥

(৭২)

অবিশ্রামং বহেদ্ ভারং শীতোষ্ণং চ ন বিন্দতি।
সসন্তোষস্তথা নিত্যং ত্রীণি শিক্ষেত গর্দ্দভাৎ ॥

অবিরাম বহে ভার অক্ষুণ্ণ অন্তরে,
অকাতরে শীত গ্রীষ্ম সব সহ্য করে ;
সদাই সন্তুষ্ট কোন দুঃখ নাহি চিতে,
এই তিন গুণ শিখ' গর্দ্দভ হইতে ॥ ৭২ ॥

(৭৩)

লক্ষ্যৈকদৃষ্টিতাং ধার্ষ্ট্যং কালে কালে চ সংগ্রহম্।
অপ্রমাদমনালস্যং পঞ্চ শিক্ষেত বায়সাৎ ॥

লক্ষ্য প্রতি এক দৃষ্টি সময়ে সঞ্চয়,
কর্ত্তব্য সাধিতে ত্যাগ করে লজ্জা ভয় ;
আলস্যবিহীন থাকে অবহিত চিতে,
এই পঞ্চ নীতি শিখ' বায়স হইতে ॥ ৭৩ ॥

(৭৪)

যুদ্ধঞ্চ প্রাতরুত্থানং ভোজনং সহ বন্ধুভিঃ।
স্ত্রিয়মাপদ্গতাং রক্ষেৎ চতুঃ শিক্ষেত কুক্কুটাৎ ॥

প্রত্যহ প্রত্যূষে উঠা স্বতন্ত্র রণ,
বন্ধু বান্ধবের সঙ্গে একত্র ভোজন ;
বিপন্না সহায়হীনা নারীর উদ্ধার,
কুক্কুটের কাছে শিখ' এই নীতি চার ॥ ৭৪ ॥

(৭৫)

কোঽতিভারঃ সমর্থানাং কিং দূরং ব্যবসায়িনাম্।
কো বিদেশঃ সবিদ্যানাং কঃ পরঃ প্রিয়বাদিনাম্॥

থাকিলে সামর্থ্য কিছু নহে কষ্টকর,
বণিকের কাছে নাহি দূর দূরান্তর;
তাহার বিদেশ নাই বিদ্যা আছে যার,
মিষ্টভাষী যেবা হয় শত্রু নাই তার॥ ৭৫॥

(৭৬)

আপদাং কথিতঃ পন্থা ইন্দ্রিয়াণামসংযমঃ।
তজ্জয়ঃ সম্পদাং মার্গো যেনেষ্টং তেন গম্যতাম্॥

ইন্দ্রিয়ের অসংযম পথ বিপদের,
সর্ব্ব সম্পদের পথ সংযম তাদের;
অতএব যাতে ইষ্ট হইবে সাধন,
নিরন্তর সেই পথে কর বিচরণ॥ ৭৬॥

(৭৭)

ন চ বিদ্যাসমো বন্ধুর্ন চ ব্যাধিসমো রিপুঃ।
ন চাপত্যসমো স্নেহো ন চ দৈবাৎ পরং বলম্॥

বিদ্যার সমান বন্ধু নাহি পৃথিবীতে,
ব্যাধির সমান শত্রু না পাই দেখিতে;
সন্তানের সম নাহি স্নেহের আধার,
দৈববল হ'তে শ্রেষ্ঠ বল নাহি আর॥ ৭৭॥

(৭৮)

সমুদ্রাবরণা ভূমিঃ প্রাকারাবরণং গৃহম্।
নরেন্দ্রাবরণো দেশশ্চরিত্রাবরণাঃ স্ত্রিয়ঃ ॥

সপ্তসিন্ধু আবরিয়া আছে এ ভুবন,
চৌদিকে প্রাচীর করে গৃহ আবরণ ;
নৃপতিই আবরণ সমস্ত দেশের,
চরিত্রই আবরণ অঙ্গনাজনের ॥ ৭৮ ॥

(৭৯)

পরোপকরণং যেষাং জাগর্ত্তি হৃদয়ে সতাম্।
নশ্যন্তি বিপদস্তেষাং সম্পদঃ স্যুঃ পদে পদে ॥

যে সব সাধুর হৃদে জাগিছে সতত,
বাসনা সাধিতে পর-উপকার ব্রত :
পতিত না হন তাঁরা কখন বিপদে,
তাঁদের সম্পদ্-সুখ হয় পদে পদে ॥ ৭৯ ॥

(৮০)

সাধূনাং দর্শনং পুণ্যং তীর্থভূতা হি সাধবঃ।
তীর্থং ফলতি কালেন সদ্যঃ সাধুসমাগমঃ ॥

সাধুদের দরশন পূত পুণ্যময়,
সর্ব্বতীর্থ-সম সাধুসজ্জন-সংশ্রয় :
তীর্থ-দরশন ফল বিলম্বে ফলিবে,
সাধু-সমাগম ফল সদ্যই মিলিবে ॥ ৮০ ॥

(৮১)

অনিত্যানি শরীরাণি বিভবো নৈব শাশ্বতঃ।
নিত্যং সন্নিহিতো মৃত্যুঃ কর্ত্তব্যো ধর্ম্মসঞ্চয়ঃ ॥

নশ্বর মানবদেহ অনিত্য বিভব,
চিরদিন নাহি কিছু রহিবে এ সব ;
অতএব জানি মৃত্যু নিত্য সন্নিহিত,
সুকৃত সঞ্চয় করা সবার উচিত ॥ ৮১ ॥

(৮২)

অজরামরবৎ প্রাজ্ঞো বিদ্যামর্থঞ্চ চিন্তয়েৎ।
গৃহীত ইব কেশেষু মৃত্যুনা ধর্ম্মমাচরেৎ ॥

মনে ক'রে আপনারে অজর অমর,
বিদ্যা ধন উপার্জ্জিবে সদা বিজ্ঞবর ;
যম এসে কেশে ধ'রে টানিছে ভাবিয়া,
সাধন করিবে ধর্ম্ম যতন করিয়া ॥ ৮২ ॥

(৮৩)

জ্ঞাতিভির্বণ্ট্যতে নৈব চৌরেণাপি ন নীয়তে।
দানেন ন ক্ষয়ং যাতি বিদ্যারত্নং মহাধনম্ ॥

জ্ঞাতিরা বিভাগ ক'রে যাহা নাহি লয়,
যে ধনে নাহিক কভু তস্করের ভয় ;
দানে যার নাহি ক্ষয় বরঞ্চ বর্দ্ধন,
হেন মহাধন বিদ্যা অমূল্য রতন ॥ ৮৩ ॥

(৮৪)

ক্ষময়া দয়য়া প্রেম্ণা সুনৃতেনার্জ্জবেন চ।
বশীকুর্য্যাৎ জগৎ সর্ব্বং বিনয়েন চ সেবয়া ॥

ক্ষমা দয়া সর্ব্বজীবে প্রেম-প্রদর্শনে,
অকপট ব্যবহারে সুনৃত বচনে ;
স্বার্থ ত্যজি সাধি সদা পর উপকার,
বিনয়ে করিবে বশ এ বিশ্ব সংসার ॥ ৮৪ ॥

(৮৫)

শীলেন হি ত্রয়ো লোকা জেতুং শক্যা ন সংশয়ঃ।
ন হি কিঞ্চিদসাধ্যং বৈ লোকে শীলবতাং ভবেৎ ॥

সুন্দর স্বভাবে জয় হইবে নিশ্চয়,
এ তিন সংসার তা'তে নাহিক সংশয় ;
সুশীল হইলে সর্ব্বকাৰ্য্য সিদ্ধ হবে,
কিছুই অসাধ্য তার না রহিবে ভবে ॥ ৮৫ ॥

(৮৬)

অনেকসংশয়চ্ছেদি পরোক্ষার্থস্য দর্শনম্।
সর্ব্বস্য লোচনং শাস্ত্রং যস্য নাস্ত্যন্ধ এব সঃ ॥

বিবিধ সংশয় ভ্রম করে নিরসন,
পরোক্ষ বিষয় যাতে হয় দরশন ;
সকল লোকের দিব্য চক্ষু শাস্ত্র-জ্ঞান,
এ হেন নয়ন-হীন অন্ধের সমান ॥ ৮৬ ॥

(৮৭)

যস্য নাস্তি স্বয়ং প্রজ্ঞা শাস্ত্রং তস্য করোতি কিম্।
লোচনাভ্যাং বিহীনস্য দর্পণঃ কিং করিষ্যতি॥

স্বভাবতঃ নিজ বুদ্ধি নাহি আছে যার,
শাস্ত্র অধ্যয়নে হবে কি ফল তাহার?
নয়নযুগল হীন অন্ধ যেই জন,
দর্পণে কি কার্য্য তার করিবে সাধন? ॥ ৮৭ ॥

(৮৮)

পুস্তকস্থা তু যা বিদ্যা পরহস্তগতং ধনম্।
কার্য্যকালে সমুৎপন্নে ন সা বিদ্যা ন তদ্ধনম্॥

পুঁথীগত বিদ্যা যাহা না হ'ল অভ্যাস,
যে ধন গচ্ছিত থাকে অন্যের সকাশ:
কার্য্যকালে এসে যবে হয় প্রয়োজন,
বৃথা সেই বিদ্যা আর বৃথা সেই ধন॥ ৮৮ ॥

(৮৯)

পাদপানাং ভয়ং বাতাৎ পদ্মানাং শিশিরাদ্ভয়ম্।
পর্ব্বতানাং ভয়ং বজ্রাৎ সাধূনাং দুর্জ্জনাদ্ভয়ম্॥

পাদপগণের ভয় প্রবল পবন,
পঙ্কজ-বনের ভয় শিশির-পতন:
ভীষণ অশনিপাত পর্ব্বতের ভয়,
সাধুর সতত ভয় দুর্জ্জন-সংশ্রয়॥ ৮৯ ॥

(৯০)

অবংশপতিতো রাজা মূর্খপুত্রশ্চ পণ্ডিতঃ।
অধনেন ধনং প্রাপ্য তৃণবৎ মন্যতে জগৎ॥

নীচবংশে জন্মে যদি নরপতি হয়,
পণ্ডিত যদ্যপি হয় মূর্খের তনয়;
দরিদ্রের প্রতি দয়া হলে কমলার,
তৃণতুল্য তুচ্ছ জ্ঞান করে সে সংসার॥ ৯০॥

(৯১)

বহুভির্মূর্খসংঘাতৈরন্যোহন্যপশুবৃত্তিভিঃ।
প্রচ্ছাদ্যন্তে গুণাঃ সর্ব্বে মেঘৈরিব দিবাকরঃ॥

পরস্পরে পশুপ্রায় ব্যবহার করে,
হেন মূর্খ-সহবাস সর্ব্বগুণ হরে;
আবরে জলদজাল জ্যোতি তপনের,
গুণরাশি ঢাকে তথা সংহতি মূর্খের॥ ৯১॥

(৯২)

প্রাজ্ঞে নিযোজ্যমানে হি সন্তি রাজ্ঞস্ত্রয়ো গুণাঃ।
যশঃ স্বর্গনিবাসশ্চ বিপুলশ্চ ধনাগমঃ॥

নিয়োগ করিলে রাজকার্য্যে বিজ্ঞজন,
নৃপতির হয় তিন মঙ্গল সাধন;
সর্ব্বত্র সুযশ বহু ধনাগম হয়,
অন্তে স্বর্গবাস হয় [illegible]

(৯৩)

মূর্খে নিযোজ্যমানে তু ত্রয়ো দোষা মহীপতেঃ।
অযশশ্চার্থনাশশ্চ নরকে গমনং তথা॥

নিযুক্ত করিলে রাজকার্য্যে মূর্খজন,
নৃপতির হয় তিন অনিষ্ট ঘটন;
সর্ব্বত্র অখ্যাতি রটে হয় অর্থনাশ,
জীবনান্তে হয় চির-নরকে নিবাস॥ ৯৩॥

(৯৪)

অসম্ভাব্যং ন বক্তব্যং প্রত্যক্ষমপি দৃশ্যতে।
শিলা তরতি পানীয়ং গীতং গায়তি বানরঃ॥

অসম্ভব কথা কেহ করেনা বিশ্বাস,
প্রত্যক্ষ দেখেও তাহা ক'রনা প্রকাশ;
বানর সংগীত করে প্রস্তর সন্তরে,
এ কথা বলিলে বল' বিশ্বাস কে করে?॥ ৯৪॥

(৯৫)

সুভিক্ষং কৃষকে নিত্যং নিত্যং সুখমরোগিণঃ।
ভার্য্যা ভর্ত্তুঃ প্রিয়া যস্য তস্য নিত্যোৎসবং গৃহম্॥

সতত পর্য্যাপ্ত অন্ন কৃষক-ভবনে,
অরোগীর নিত্য সুখ-শান্তি দেহ-মনে;
প্রিয়তমা পতিপ্রাণা প্রেয়সী যাহার,
[illegible] পূর্ণ তার॥ ৯৫॥

(৯৬)

হেলা স্যাৎ কার্য্যনাশায় বুদ্ধিনাশায় নিঃস্বতা।
যাচ্ঞা স্যান্মাননাশায় কুলনাশায় কুক্রিয়া॥

অবহেলা করিলেই কার্য্য নষ্ট হয়,
দরিদ্র হইলে ঘটে বুদ্ধি নাহি রয়;
প্রার্থনায় হয় মান সম্ভ্রম বিনাশ,
হইলে কুক্রিয়াসক্ত হয় কুলনাশ॥ ৯৬॥

(৯৭)

সেবিতব্যো মহাবৃক্ষঃ ফলচ্ছায়াসমন্বিতঃ।
যদি দৈবাৎ ফলং নাস্তি ছায়া কেন নিবার্য্যতে॥

আশ্রয় করিতে হয় মহা-তরুবর,
ফল আর ছায়া যার আছে নিরন্তর;
দৈববশে যদি তাতে নাহি থাকে ফল,
নিবারে কে বল তার ছায়া সুশীতল?॥ ৯৭॥

(৯৮)

প্রথমে নার্জ্জিতা বিদ্যা দ্বিতীয়ে নার্জ্জিতং ধনম্।
তৃতীয়ে নার্জ্জিতং পুণ্যং চতুর্থে কিং করিষ্যতি॥

বাল্যে যেবা না করিল বিদ্যা উপার্জ্জন,
যৌবন সময়ে যে না উপার্জ্জিল ধন;
প্রৌঢ়ে ধর্ম্ম পুণ্য কর্ম্ম নাহি অনুষ্ঠিল,
বার্দ্ধক্যে সে জন আর কি করিবে বল?॥ ৯৮॥

(৯৯)

কামধেনুসমা বিদ্যা হ্যকালে ফলদায়িনী।
প্রবাসে মাতৃসদৃশী বিদ্যা গুপ্তং ধনং স্মৃতম্ ॥

ফল প্রসবিনী বিদ্যা কামধেনু-সম,
অকালেও দান করে ফল ইষ্টতম ;
প্রবাসে পালন করে মায়ের মতন,
অতি গুপ্ত ধন বিদ্যা অমূল্য রতন ॥ ৯৯ ॥

(১০০)

মনস্যন্যদ্ বচস্যন্যৎ কর্ম্মণ্যন্যদ্ দুরাত্মনাম্।
মনস্যেকং বচস্যেকং কর্ম্মণ্যেকং মহাত্মনাম্ ॥

মনে এক মুখে আর কার্য্যে করে আন,
কপট দুর্জ্জন করে শঠ ব্যবহার ;
মনে যাহা বাক্যে তাহা কার্য্যেও তেমন,
করেন সরল প্রাণ সাধু মহাজন ॥ ১০০ ॥

(১০১)

নাপ্রাপ্যমভিবাঞ্ছন্তি নষ্টং নেচ্ছন্তি শোচিতুম্।
আপৎস্বপি ন মুহ্যন্তি নরাঃ পণ্ডিতবুদ্ধয়ঃ ॥

অপ্রাপ্য বিষয়ে যার নাহি অভিলাষ,
নষ্ট দ্রব্য তরে শোক না করে প্রকাশ ;
বিপদেও নাহি হয় মোহে অচেতন,
যথার্থ পণ্ডিত সেই বুদ্ধিমান্ জন ॥ ১০১ ॥

(১০২)

হস্তস্য ভূষণং দানং সত্যং কণ্ঠস্য ভূষণম্।
কর্ণস্য ভূষণং শাস্ত্রং ভূষণৈঃ কিং প্রয়োজনম্॥

হস্তের ভূষণ নিত্য দান-বিতরণ,
সত্য সুমধুর বাণী কণ্ঠের ভূষণ ;
শাস্ত্র-বিভূষণে শোভে শ্রবণ যুগল,
অন্য অলঙ্কারে কিবা প্রয়োজন বল ? ॥ ১০২ ॥

(১০৩)

শ্রূয়তাং ধর্ম্মসর্ব্বস্বং শ্রুত্বা চ হৃদি ধার্য্যতাম্।
আত্মনঃ প্রতিকূলানি ন পরেষাং সমাচরেৎ॥

সকল ধর্ম্মের সার করিবে শ্রবণ,
শুনিয়া সতত হৃদে করিবে ধারণ ;
ক'রনা সে আচরণ অপরের সনে,
অন্যে না' করিলে তুমি কষ্ট পাও মনে ॥ ১০৩ ॥

(১০৪)

অন্তঃসারবিহীনানাং সহায়ঃ কিং করিষ্যতি।
মলয়েঽপি স্থিতো বেণু র্বেণুরেব ন চন্দনঃ॥

অন্তঃসার নাহি যার সহায় তাহার,
হইয়া করিতে নারে কেহ উপকার ;
বাঁশ গাছ পাইলেও মলয়ে আশ্রয়,
সে বা' তাই থাকে কভু চন্দ[illegible] ১০৪ ॥

(১০৫)

নরস্যাভরণং রূপং রূপস্যাভরণং গুণঃ।
গুণস্যাভরণং জ্ঞানং জ্ঞানস্যাভরণং ক্ষমা॥

নরের সুন্দর রূপ পরম ভূষণ,
রূপের জানিবে গুণ দিব্য আভরণ;
জ্ঞানই ভূষণ জেন' সর্ব্ব সদ্‌গুণের,
প্রকৃষ্ট ভূষণ ক্ষমা জানিবে জ্ঞানের॥ ১০৫॥

(১০৬)

পৃথিব্যাং ত্রীণি রত্নানি আপ অন্নং সুভাষিতম্।
মূঢ়ৈঃ পাষাণখণ্ডেষু রত্নসংখ্যা বিধীয়তে॥

পৃথিবীতে আছে মাত্র তিনটী রতন,
অন্ন জল আর প্রিয়-সত্য সুবচন;
কিন্তু মূঢ়মতি যারা নিতান্ত অজ্ঞান,
তারাই প্রস্তরখণ্ডে করে রত্নজ্ঞান॥ ১০৬॥

(১০৭)

বন্ধায় বিষয়াসক্তং মুক্তৌ নির্ব্বিষয়ং মনঃ।
মন এব মনুষ্যাণাং কারণং বন্ধমোক্ষয়োঃ॥

বিষয়ে আসক্ত মন বন্ধের কারণ,
মুক্তির কারণ হয় অনাসক্ত মন;
অতএব জেন' এই মনই নরের,
এক[illegible]ক্ষের॥ ১০৭॥

(১০৮)

পাপেঽপ্যপাপঃ পরুষেঽপ্যভিধত্তে প্রিয়াণি যঃ।
মৈত্রীদ্রবান্তঃকরণস্তস্য মুক্তিঃ করে স্থিতা ॥

যে করে অনিষ্ট কিংবা মন্দ ব্যবহার,
মঙ্গল কামনা যিনি করেন তাহার ;
প্রয়োগ করিলে পরে পরুষ বচন,
যে জন করেন তারে প্রিয় সম্ভাষণ ;
যাহার হৃদয় বিশ্ব-প্রেমে বিগলিত,
তাদৃশ জনের মুক্তি করতলস্থিত ॥ ১০৮ ॥